দৈনিক ইনকিলাব

MAY 17 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৪ .....

খুলনা ভার্সিটি অশান্ত করার চক্রান্ত

এ, টি, এম রফিক ॥ রাজনীতি ও সেশনজটমুক্ত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটি বিশেষ মহল গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। কনিষ্ঠতম ও নবীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে অশান্ত করে তুলতে ঐ ষড়যন্ত্রকারী মহল তাদের কালো হাতের থাবা বিস্তার করে ভয়াবহ সংঘাতময় অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ষড়যন্ত্রকারী মহলের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাবেক আওয়ামী সরকারের আমলের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, কোটি কোটি টাকা লোপাটের ও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে আওয়ামী প্রশাসন তৈরীতে অবৈধ নিয়োগকে ধামাচাপা দেয়া।

তাছাড়া রাজনীতিমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় রাজনীতির শিকড় বিস্তার ও ছাত্রছাত্রীদেরকে রাজনীতির দিকে ঠেলে দিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশকে নষ্ট করে দেয়া দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত।

ষড়যন্ত্রকারী মহল চাচ্ছে রাজনীতির কুটিল আবর্তে জড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের সন্ত্রাসের পথে ধাবিত করে শিক্ষার পরিবর্তে অস্ত্রের ব্যবহারে পারদর্শী করে রক্তের হোলিখেলায় মাতিয়ে তুলতে। রক্তে ভিজে পিচ্ছিল হোক খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন।

অতীতেও ঐ মহলের টার্গেট ছিল এই খ্যাতিমান নবীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে অশান্ত করে তোলা। গেল ৫ বছরে আওয়ামী সরকারের শাসনামলে ঐ মহল তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রায় ১৭০ জন দলীয় ক্যাডার ও আত্মীয়স্বজনকে নিয়োগ দিয়েছে।

গেল ৪ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি, অনিয়ম, অবৈধ নিয়োগ, আওয়ামী প্রশাসন তৈরীর ঘটনা কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রী ও প্রতিবাদী শিক্ষকরা আন্দোলন করেছে ভিসি ও দলীয় ট্রেজারারের বিরুদ্ধে। একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে অশান্ত করে রেখেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী ভিসি নজরুল ইসলাম ও ট্রেজারার সরদার রাজ্জাক বহিরাগত ভাড়াটে সন্ত্রাসী ও অস্ত্রধারী ক্যাডার লেলিয়ে দিয়ে প্রতিবাদীদের শায়েস্তা করারও পদক্ষেপ নিয়েছিল।

সেই অশান্ত পরিবেশ থেকে বর্তমান সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশে পরিবর্তিত করার পর যখন উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে ও সুন্দরভাবে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে এবং অতীতের অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে ঠিক তখনই অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিপূর্ণ অবস্থাকে অশান্ত করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে দলীয় মিডিয়া সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করে চলেছে।

এমনকি সন্ত্রাসী লেলিয়ে দিয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তির খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ রেজাউল করীমকে হত্যার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ প্রকাশ করেছে একটি স্থানীয় দৈনিক। ঐ দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে যে, ষড়যন্ত্রকারীরা ভাড়াটে কিলারদের নিয়োগ করেছে ডঃ রেজাউল করীমকে হত্যা করানোর উদ্দেশ্যে।

এই সংবাদের পর গোটা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন চরম অশান্ত ও নিরাপত্তাহীন হয়ে উঠেছে।